জাগরণী

উপস্থাপনায়: বেথুন মহাবিদ্যালয়র রাষ্ট্রীয় সেবা যোজনা সংঘ (প্রথম বর্ষর ছাত্রী বৃন্দ)

সূচীপত্র

শিরোনাম	নাম	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	কলমে: তন্মনা দাস	৪-৫
চিত্রাঙ্কন	শুভশ্রী চ্যাটার্জী	৬
সকলের স্বামী বিবেকানন্দ	দেবস্মিতা ঘোষ, নিশাত পারভীন	৭-৮
Painting Plate	Chandasree Mallick	৯
যুবনায়ক নরেন্দ্রনাথ	অনিন্দিতা বিশ্বাস	১০-১১
Painting plate	Nishath Parvin	১২
The Youth Icon Of India	Snigdhashree Manna	১৩-১৫
চিত্রাঙ্কন	Sayanti Ghosh	১৬
Something like, you	Muskan Soni	১৭-১৯
Painting Plate	Adrija Roy Choudhury	২০
	Ayantika Das	২১
বিবেক দৃষ্টিতে নারী দর্শন	তন্মনা দাস, নিশাত পারভীন	২২-২৫

যুবজাগরণী	দেবস্মিতা ঘোষ	২৬-২৭
Painting Plate	Snigdhashree Manna	২৮
স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যকাল	সুচরিতা প্রামানিক নিশাত পারভীন	২৯-৩১
Painting Plate	Anindita Biswas	৩২
Religious Swami ji	Sarmista Deb	৩৩-৩৪
Painting Plate	Sudipta Hazra	৩৫
Winters of Life	Bedotroyee Sen	৩৬-৩৭
Painting Plate	Soumita Bhandari	৩৮
বিবেক দর্পণে সেবাব্রত	তন্মনা দাস	৩৯-৪২
Painting	Rajoshree Karmakar	৪৩
Swami Vivekananda: The Great Son of India	Madhurima Ganguly	৪৪-৪৫
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	কলমে: তন্মনা দাস	৪৬
পত্রিকা প্রকাশনা সমিতি		৪৭

সম্পাদকীয়

"ওঠো জাগো লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমোনা" –

নব যৌবনে পদার্পণে শুনি এই বিবেক বাণী।
আমরা 'নূতন যৌবনের দূত'। একথা সত্যিই।
সবে যৌবনের দ্বারে পদার্পণ করেছি।
কিন্তু আমাদের যৌবন কেমন যেন গৃহবন্দি।
প্রযুক্তির মায়া জালে আবৃত।
ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতির কারণে এখন আমাদের আর আকাশ, বাতাস, সবুজ মাঠ ডাক দেয় না। মন উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি না তেপান্তরের মাঠে।

তবুও তো আমারা চঞ্চল ।
আমাদের যৌবন'বিবেক ময়'।
বিবেক বাণীতে বিকশিত।
তাই তাঁর আদর্শে আমরাও আদর্শায়িত।

তাই গৃহবন্দি থেকেও আমাদের উদ্যমতা, সেবা কিছু মাত্র কমেনি। তাই আমাদের বিবেক বোধ আমাদের গৃহবন্দি অবস্থাতেও দমিয়ে রাখতে পারেনি।আমরা মাঠে দাপাতে পারিনি তো কি হয়েছে দাপিয়ে বেড়িয়েছি প্রযুক্তির প্রাঙ্গণে আমরা কী-বোর্ডে ছুটেছি, দৌড়েছি ইমেলে,যৌবন রাঙ্গিয়ে চলেছি এডিটিংয়ে । আমরা আমাদের চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছি তুলির টানে- নিমেষেই ফুটিয়েছি 'যুবনায়ককে'। রঙিন করে তুলেছি সাদা পৃষ্ঠা। খাতা ভরিয়েছি কলমের দৌরাত্ম্যে। লিখে ফেলেছি একের পর এক আর্টিকেল।

আমাদের বিবেক বোধের গর্ভ থেকে উদ্ভূত এই সমস্ত কিছুর বিষয় সেই যুবনায়ক এবং যুবসম্প্রদায়। আমরা প্রত্যেকেই দিয়েছি যৌবন উদ্দীপনার আহবান-ওরে তোরা ছুটে আয়, ফুটে বেরো। আর এই উন্মাদনায় সাড়া দিয়ে আমাদের এই জাগরণের বিবেক বোধে প্রকাশিত হল "জাগরনী "–

আমাদের এই ম্যাগাজিনে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গুলি পরর্বতী পৃষ্ঠা গুলিতে দৃশ্যমান –

বেথুন মহাবিদ্যালয়
(NSS UNIT)

Art By: Subhasri Chatterjee

(Mathematics Department)

সকলের স্বামী বিবেকানন্দ

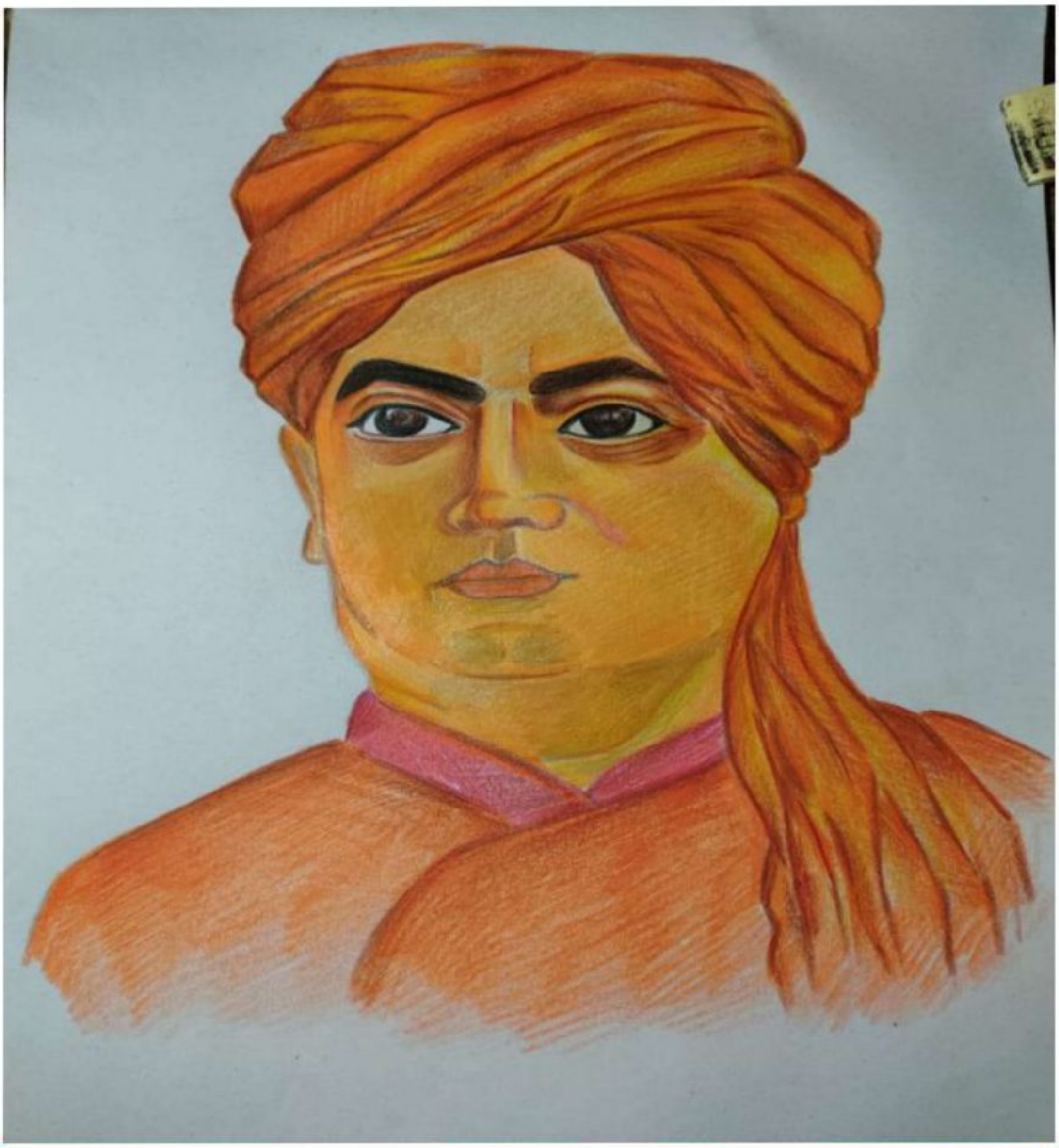

১৮৬৩ সালের ১২ ই জানুয়ারি উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ। বাল্যকালে ওনার

ডাকনাম ছিল বিলে। শৈশবেই ধ্যানের প্রতি তার প্রবল ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। শিক্ষাজীবন শেষ করার পর তিনি হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম নিতেন এবং নিয়মিত অনুশীলন, খেলাধুলো ও সমাজসেবামূলক কাজকর্মে অংশ নিতেন।রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাবাবেগে আকৃষ্ট হয়ে তিনি তার শিষ্য হন। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে 'শিকাগো বিশ্বধর্ম সন্মেলনে' ভারতের একমাএ প্রতিনিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার সেই বক্তৃতা আজও বিশ্বের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। প্লেগ যখন মহামারীর আকার ধারণ করে তখন তিনি তার সর্বস্ব দিয়ে আর্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।তিনি মনে করতেন জীব সেবাই শিব সেবা। নিজের সারাটা জীবন তিনি উৎসর্গ করেছিলেন মানব জাতির কল্যাণ সাধনে। জন্মদিনের এই বিশেষ লগ্নে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই স্বামী বিবেকানন্দ-কে। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তিনি পরলোক গমন করলেন। মানুষকে শিখিয়ে গেলেন---

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার

ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেইজন

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

কলমে- দেবস্মিতা ঘোষ (বিভাগ-উদ্ভিদবিদ্যা)

অঙ্কনে-নিশাথ পারভিন ((বিভাগ-রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

Drawn by: Chandasree Mallick

Department: Mathematics

যুবনায়ক নরেন্দ্রনাথ

"নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দ সুরয়ে ।
সচ্চিৎ সুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিনণে॥"

দেবতা আকাশ থেকে নামেন না, বা মাটি ফুঁড়ে উঠে আসেন না। মানুষের মধ্যেই ভগবান রয়েছেন। তাই মানুষের পাশে দাঁড়ানো, মানুষের কল্যাণ এবং সার্বিক উন্নতিতে কাজ করবার জন্য সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যিনি, তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।অজ্ঞ,কাতর,পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াবার কাজে, তাদের স্বমহিমায় উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা জাতিকে যিনি জাগিয়েছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ সালে বিশ্বধর্ম মহাসভায় ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। ভারতীয় দর্শনের মূল ধারণা গুলি সম্পর্কে পাশ্চাত্য বাসীকে অবগত করেছিলেন। হিন্দু ধর্মকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে মর্যাদা অর্জনের ক্ষেত্রেও উনার ভূমিকা অপরিসীম-

"গর্ব করে বলো আমি হিন্দু"

তাই তার ধর্ম, দর্শন, আধ্যাত্মিক চিন্তা ধারা, গোটা জীবনের কাজ সবটা জুড়েই রয়েছে মানুষের জন্য, তার বাণী তার জীবন দর্শনে আজও উৎপত্তি হয় দেশ-বিদেশের যুবসমাজ। তার কথায় সমাজের কল্যাণে মানুষের কল্যাণে কাজ করার সাহস পায় অনেকে। তাই তাঁর জন্মদিনটাকে জাতীয় যুবদিবস হিসেবে পালন করা হয়।

"বিবেক ভরা আনন্দ যার, তিনি বিবেকানন্দ। অন্তরে তার অসীম অপার প্রীতি গীতি ছন্দ, রামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন, মানব প্রেমে মত্ত বিবেক, বিলে, বিবেকানন্দ... নরেন্দ্রনাথ দত্ত।"

ভারতবাসী তথা যুব সমাজের কাছে স্বামীজীর ভূমিকা অপরিসীম, তিনি ইংরেজ শাসিত পরাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করেও গোটা বিশ্ব জগতের কাছে ভারতকে এক অনন্য উচ্চস্থান করে দিয়েছিলেন। তিনি ভারতের যুব সম্প্রদায়কে নিজেদের গৌরবময় অতীত আর বৈভবময় ভবিষ্যতের মধ্যেকার একটি সেতু মনে করতেন। তিনি বলতেন- "সমস্ত শক্তি তোমাদের মধ্যেই রয়েছে, সেই শক্তিকে প্রকট করো, বিশ্বাস করতে শুরু করো আমি সবকিছুই পারব"।
অসম্ভব সবকিছু কে সম্ভব করে তোলার এই বার্তা দেশের যুবক সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক-

"বিলগেটস এর তুলনা দাও, বিলের কেন নয়??
আমার হিরো বিলগেটস নয়, আমার হিরো বিলে
আমার ভিতর গড়ে উঠেছে নতুন বিবেক তিলে তিলে"॥

কলমে: অনিন্দিতা বিশ্বাস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

Drawn by: Nishath Parvin

(Political Science Department)

"IN A CONFLICT BETWEEN THE HEART AND THE BRAIN, FOLLOW YOUR HEART"

THE YOUTH ICON OF INDIA

"Dare to be free,
Dare to go as far as
Your thought leads,
And dare to carry that out in your life."
--- Swami Vivekananda

What an inspiring thought!
To the youth of India, there can be no better leader than Swami Vivekananda. Paying his tribute to Swamiji, the late Prime Minister Jawaharlal Nehru said: 'I do not know how many of the younger generation read the speeches and writings of Swami Vivekananda. But I can tell you that many of my generation were very powerfully influenced by him, and I think that it would do a great deal of good to the present generation if they also went through Swami Vivekananda's writings and speeches, and they would learn much from them…' Not only his writings and speeches, his whole life story would teach us many great lessons.

We often disagree with a lot of people on numerous topics although some of them are illogical and wrong. Swamiji in his address at the "Parliament of Religions" narrated a story that very beautifully explains – Why We Disagree? The story says –

A frog lived in a well. It lived there for a long time. It was born there and brought up there, yet was a little, small frog. Well, one day another frog that lived in the sea came and fell into the well. " Where are you from?" asked the frog of the well.

" I am from the sea." answered the other frog.
" The sea! How big is that? Is it as big as my well?" and he took a leap from one side of the well to the other. "My friend," said the frog of the sea, "How do you compare the sea with your little well?" then the frog took another leap and asked," Is your sea so big?"
"What nonsense you speak, to compare the sea with your well!"
"Well, then." said the frog of the well, "nothing can be bigger than my well; there can be nothing bigger than this; this fellow is a liar, so turn him out."
Likewise many times we all remain in our own small world, think that we know everything and consider that what we know is absolute truth. We should be patient and try to verify whether what the other person is saying is true or not before just saying that the other person is false.

All of us are surrounded by all kinds of people; while we consider some people as good, there are some whom we think are bad. Sometimes question arises in our young curious mind as to why certain people behave the way they do. We can get the answer from the youth icon of India. He once said—

"If a man continuously hears bad words, thinks bad thoughts, do bad actions, his mind will be full of bad impressions; and they will influence his thought and work without his being conscious of the fact. In fact, these bad impressions are always working, and their resultant must be evil, and that man will be a bad man; he cannot help it. The sum total of these impressions in him will create the strong motive power for doing bad actions. He will be like a machine in the hands of his

impressions, and they will force him to do evil. Similarly, if a man thinks good thought and does good works, the sum total of these impressions will be good; and they, in a similar manner, will force him to do good even in spite of himself. When a man has done so much good work and thought so many good thoughts that there is a irresistible tendency in him to do good, in spite of himself and even if he wishes to do evil, his mind, as the sum total of his tendencies, will not allow him to do so; the tendencies will turn him back; he is completely under the influence of good tendencies. When such is the case a man's good character is said to be established."

The above saying also teaches us how can we become a person with a great character which we are often told to become by our elders. Not only these two questions but learning and knowing Swami Ji would answer any query of ours. Memoirs of Sister Chrisline says-

" Blessed is the country in which he was born, blessed are they who lived on this earth at the
same time, and blessed, thrice blessed are the few who sat at his feet."

Though we are not lucky enough to be in the latter two situations but we are blessed to share
birth in the same country as that of Swami ji. We should try to carry forward his vision of the
great India and work hard to withhold the pride of our beloved motherland.

Penned By: Snigdhashree Manna

(Botany Department)

Drawn By: Sayanti Ghosh (Philosophy Department)

SOMETHING LIKE, YOU

I'd refuse to look in the mirror ,
I hated myself.
Now I'd look at my reflection ,
And always tell ,
I love myself ,
because I really do.
You made me want to.
You'd be sad , I know ,
Yet you always smiled ,
Just so everyone around you would do too.
I saw it ,
all and slowly ,
I ended up turning into something like , You.
I am happy and I am proud of it.
I remember that scene ,
Where you said ,
"making someone smile , makes you smile too" ,
And I cried thinking - Ah ! If he says it's fine ,
I can be fine too.
But I'm just like you ,
I know the loneliness underlying our smile.
You are the freshness in the autumn breeze ,
You are there yet nobody see you ,
You are felt ;

You're the cold in the gales of wind.
You are the trembling leaves , yet the calm of fall.

But if you're away ,
what's an autumn ?
What's a breeze if it doesn't makes you shiver
and
then smile ?
I learnt to love myself ,
all beacuse you told me to.
Some day ,
someone may ,
learn this from me ;
Some day I'll make someone love themselves too.

And I want you to know ,
it's all you ,
it has always been you ;
For you've shown me the reasons ,
for me to love myself.
Some day ,
I'll show them to someone too.

So ,
today ,
I wish

Your pretty eyes
when they look out for the world ,
I wish
you see the wonders and true beauties of the
universe .

Written by: Muskan Soni (Philosophy Department)

DRAWN BY: ADRIJA ROYCHOUDHURY
(HISTORY DEPARTMENT)

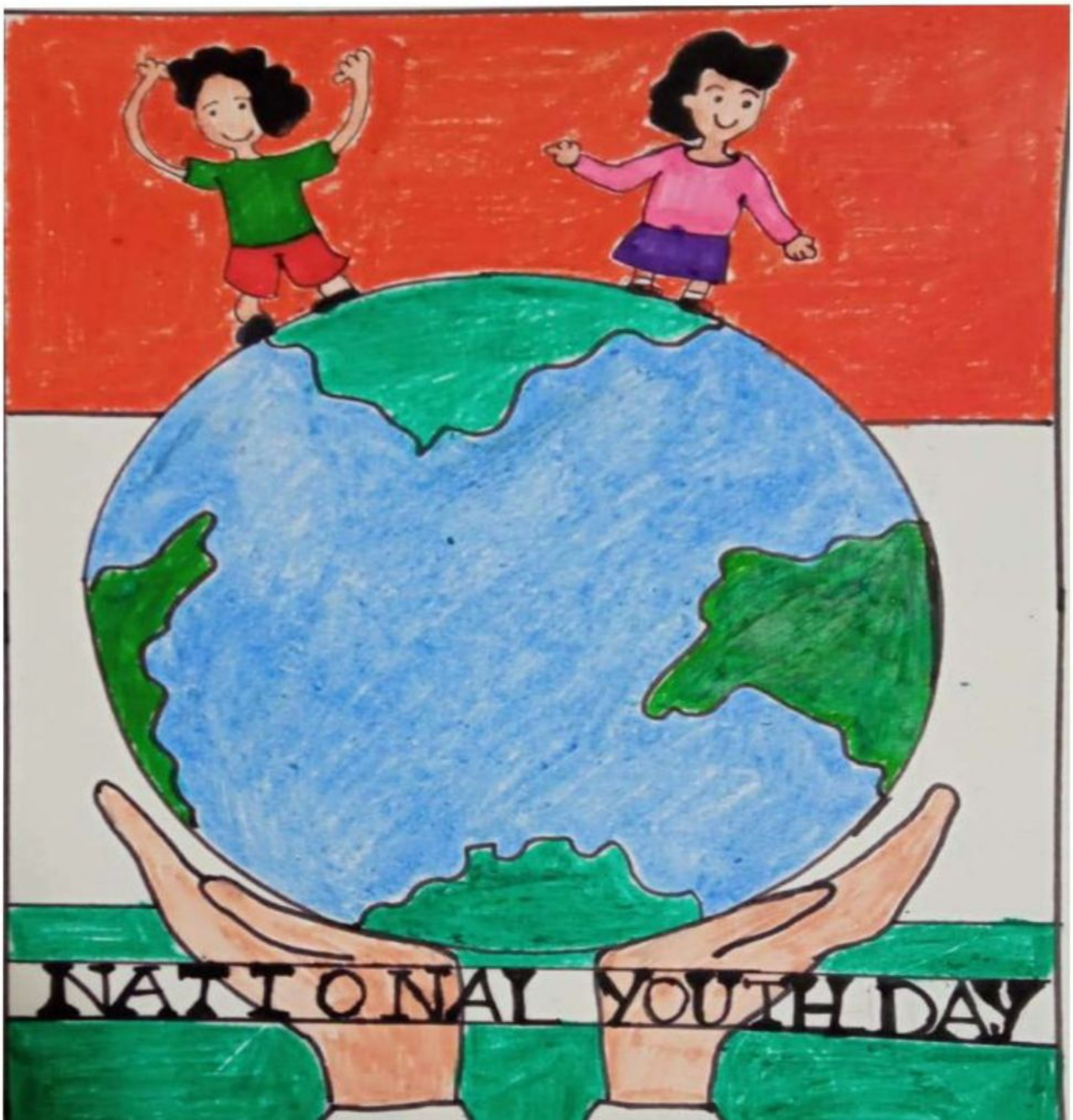

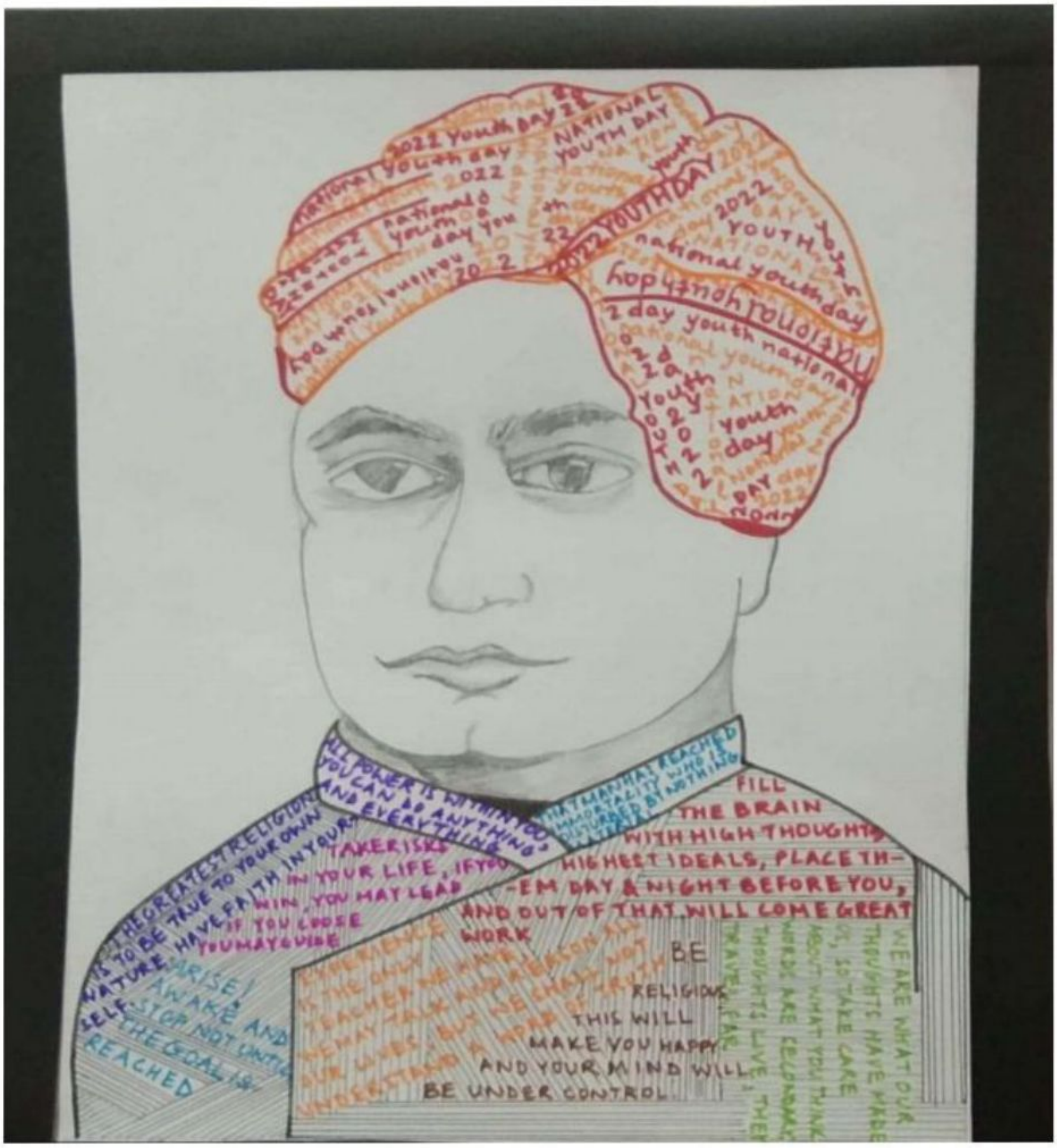

Painted By- Ayantika Das (Psychology Department)

বিবেক দৃষ্টিতে নারী দর্শন

'হে ভারত ভুলিও না-তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।' -নারী শক্তির উদ্বোধন ভিন্ন জগতের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীকে কোন মর্যাদায় স্থান দেওয়া যায় তা স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মতো বিদূষী সাধ্বীকে গুরু রূপে বরণ,শ্রীমা সারদা দেবীকে ষোড়শী রূপে পূজা ও শ্রীমাকে কেন্দ্র করে নহবতে একটি নারী গোষ্ঠী তৈরী, নারীকে তাঁর সর্বোচ্চ আসন জগন্মাতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার এক নব দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। সেই নতুন পথের কান্ডারী শ্রী শ্রী মা ও ঠাকুরের সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। তিন জননী দ্বারা স্বামীজী নিজের জীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন-গর্ভধারিনী,শ্রীমা সারদাদেবী ও দেশমাতৃকা। গর্ভধারিনী ও শ্রীমায়ের জীবন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানরাশি স্বামীজী একত্রিত করে নিয়োজিত করেছেন দেশমাতৃকার উজ্জীবন ও সেবায়।

'প্রাচ্যের নারীকে প্রতীচ্যের মাপ কাঠিতে বিচার করা ঠিক নয়। প্রতীচ্যে নারী হলেন স্ত্রী,আর প্রাচ্যে নারী হলেন জননী।'আমাদের দেশের মেয়েরা তেমন শিক্ষিত নয় বটে, কিন্তু তারা অনেক বেশী পবিত্র। আমরা পুরুষ বা নারী না ভেবে আমরা ভাবতে পারি মানুষ মাত্র। জীবনকে স্বার্থক করার জন্য আর পরস্পর কে সাহায্য করার জন্যই আমাদের জন্ম। ভারতের দুই মহাপাপ-মেয়েদের পায়ে দলানো আর জাত পাত করে গরীব গুলোকে পিষে ফেলা। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন, কারণ- এখানে নারী শক্তির অবমাননা করা হয়। বেদান্ত শাস্ত্র তো বলেছে একই চিৎসত্বা সর্বভূতে বিরাজমান। আত্মার কি লিঙ্গভেদ আছে? আত্মা তো নিরাকার ব্রহ্মসত্তা।

স্বামীজীর জীবনের একটি বিশিষ্টতা হল,যে কোনো সমস্যা যা তাঁকে তাড়িত করেছে সে বিষয়ে তাঁর জীবনে বিস্তর অভিজ্ঞতা ছিল এবং তাই তিনি সমস্যার মূলে গিয়ে তার সমাধানের পথনির্দেশ করেছেন। তৎকালীন পতিত ভারতবর্ষের নারী জীবনের দুঃখ দুর্দশা, হতাশা ব্যর্থতা তাঁকে বারবার বিচলিত করেছে।'তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশু জন্ম ঘুচিবে না'। 'তোমরা কী মনে কর প্রতিটি নারীর অন্তরে যে দেবী রয়েছেন, তাঁকে মুহূর্তের জন্য ছলনা করা যায়? কখনই তা হয়নি হবেও না কখনো'। সেই দেবী সবসময় নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সত্যের গৌরব,আধ্যাত্মিকতার আলো পবিত্রতার মহিমা সব কিছুই সেই দেবী নির্ভুল ভাবে অনুভব করেন।গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে মেয়েদের মানুষ করতে হবে। তবেই তো তারা কালে কালে সন্তান সন্ততি দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আর তাদের হাত ধরেই দেশে জেগে উঠবে বিদ্যা,জ্ঞান,শক্তি ওভক্তি। বৈদিক যুগে উপনিষদের যুগের গার্গী,মৈত্রয়ী,অপলা প্রাতঃ স্মরনীয় মেয়েরা ব্রহ্মবিচারে ঋষি স্থানীয় হয়ে রয়েছেন। হাজার হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্ম বিচারে আহ্বান করেছিলেন। তাই এই সমস্ত বিদূষী নারীরা আজও চিরসমুজ্জল। History repeats itself'-তাই এই গৌরবময় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবেই। মেয়েদের পূজা করেই সব জাতি বড়ো হয়েছে।যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই সেই জাত বড়ো হতে পারেনি আর কস্মিন কালে পারবেও না।
'যত্র নার্যস্ত পূজ্যন্তে ব্রহ্মন্তে তত্র দেবতাঃ যত্রৈতাস্ত ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ত্রিয়াঃ।'

বৈদেশিক আক্রমণে ভারতবর্ষের সামাজিক বুনিয়াদ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় শিল্প-সংস্কৃতি বিদ্যা চর্চা করা বাতুলতামাত্র। কয়েক শতক এই ভারত সভ্যতার পতন বা অবক্ষয় অতি গহ্বরে নেমে আসায় অবগুণ্ঠন এর সূচনা ঘটে। গণবিক্ষোভের কারণে নারী শিক্ষা নারী স্বাধীনতা এতটাই গতিহীন হয়ে পড়ে যে বিদেশি শক্তি ভারতীয় নারী সমাজকে অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন পর্দানশীন ও প্রগতি হীন করে তুলতে সচেষ্ট হয়। নারী সমাজের এই শংকট স্বামীজীকে বিচলিত করে তোলে। তাইতো তিনি দীপ্ত কন্ঠে বলে ওঠেন -

' তোমাদের মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও। তার পর তারাই বলবে, কোন জাতীয় সংস্কার তাদের পক্ষে দরকার ।'-- শিক্ষা পেলে মেয়েরাতাদের নিজের সমস্যা নিজেই মেটাবে। মেয়েদের প্যানপ্যানে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাই তারা কাঁদতে মজবুত। তাদের বীরত্বের ভাব ও শিখতে হবে। ধর্ম,শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীর চালনা শিখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞান আদি অন্যসব শিক্ষা সব কিছুই শিখতে হবে। যাতে নিজেদের এবং অপরের কল্যাণ করতে পারে। 'দেশের মেয়েরা বিদ্যে বুদ্ধি অর্জন করুক এ আমি খুবই চাই, কিন্তু পবিত্রতা বিসর্জন দিয়ে যদি তা করতে হয়, তবে নয়।'

মেয়েদের এমন যোগ্য করতে হবে যাতে তাদের ওপর পুরুষদের হস্তক্ষেপ করতে না হয়। ভারত ও ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস করতে হবে , তেজস্বিনী হতে হবে। আশায় বুক বেঁধে বলতে হবে ভারতে জন্ম লজ্জার নয় গর্বের। 'হে মহাপ্রাণ, ওঠো জাগো। জগত দুঃখে খাক হয়ে যাচ্ছে- তোমার নিদ্রা কি সাজে?'

তাই নারীদের কর্মে ব্রতী হতে হবে। হাজার হাজার নারী-পুরুষ কে আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী, উত্তর থেকে দক্ষিণমেরু সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়তে হবে। নারী জাগরন, নারী উন্নয়ন, নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতা এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। শক্তির জাগরণ, তার স্বীকৃতি, সম্মান ভিন্ন নিষ্ফল। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।' পাঁচশ পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্তু পাঁচশ নারীর দ্বারা তা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা সম্ভব'।

কলমে: তন্ময়া দাস (বাংলা বিভাগ

চিত্রভাবনা: তন্মনা দাস

চিত্রাঙ্কন: নিশাত পারভীন

যুবজাগরণী

----কলমে: দেবস্মিতা ঘোষ (বিভাগ-উদ্ভিদবিদ্যা)

জেগে ওঠো যুবসমাজ
জেগে ওঠো সবে,
দেশের জাগরণ
আমাদের হাতেই হবে।

স্বামীজির দেখানো পথে
চলবো মোরা একসাথে,
মানুষে মানুষে ঘোচাতে বিভেদ
হাত রাখবো হাতে হাতে।

রক্ষা করতে দেশ মাকে
লড়েছিল কতো যুবক,
আমরাও তাদের মতোই
হবো দেশের রক্ষক।

হব সৎ, হব নির্ভীক
করবো উদার মোদের মন,
সমাজের উন্নয়নে
সঁপে দেবো মোদের জীবন।

জেগে ওঠো যুবসমাজ,
জেগে ওঠো সবে
ভবিষ্যতের কান্ডারী
আমাদেরই হতে হবে।

জেগে ওঠো যুবসমাজ,
জেগে ওঠো সবে
দেশের জাগরণ
আমাদের হাতেই হবে।।

"You cannot believe in God until you believe in yourself."

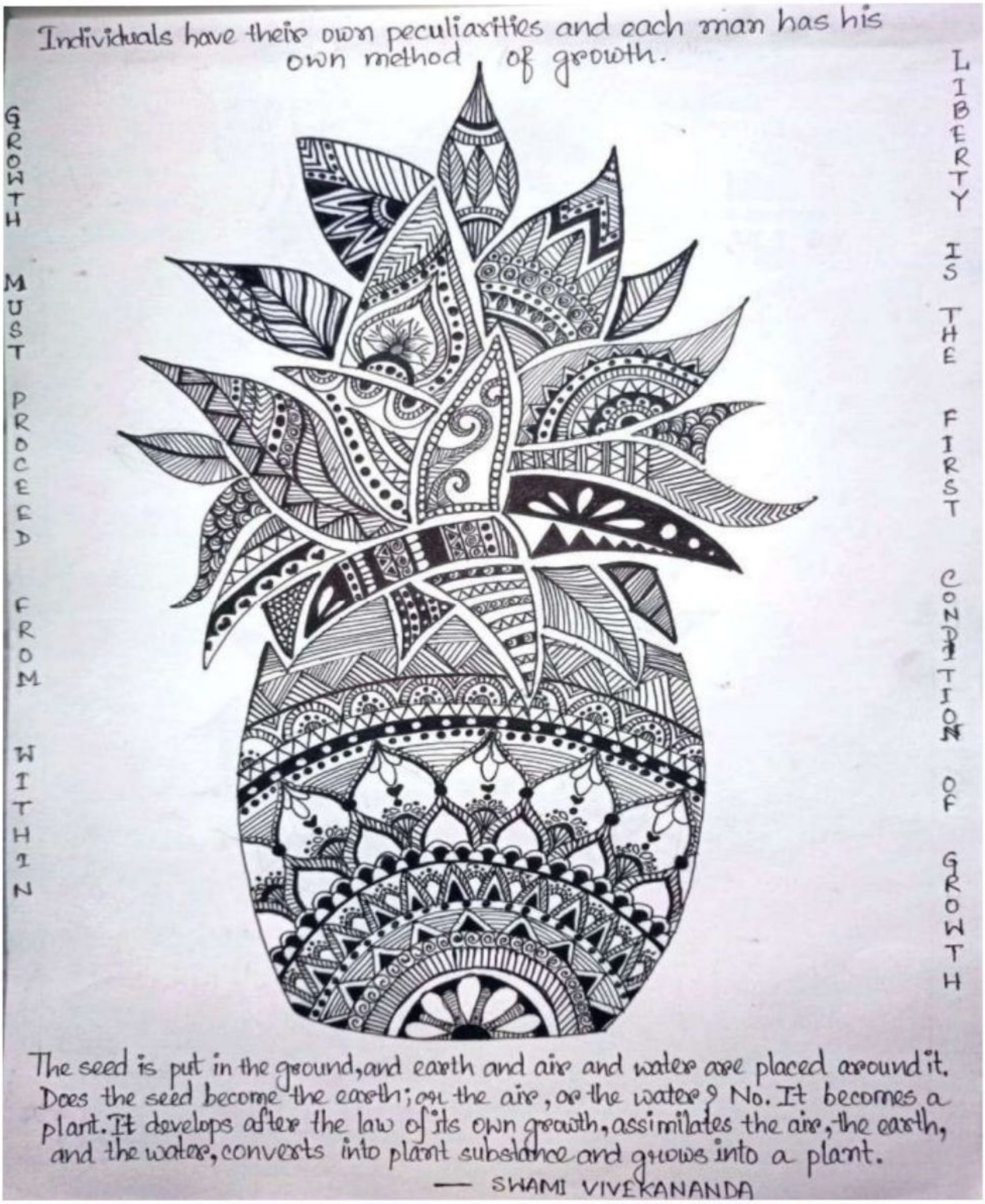

BY: SNIGDHASHREE MANNA (BOTANY)

।।স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যকাল ।।

আমরা সবাই কমবেশি স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্কে জানি।
এবং তাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি সবার কাছে এক এক রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে।
একদলের কাছে তিনি সন্ন্যাসী। আবার কেউ মনে করেন
তিনি সংগ্রামী। সুতরাং আমরা যদি সন্ধান করি তার বহু নাম
আমরা খুঁজে পাব।আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার
মায়ের মুখে স্বামীজির বাল্যকাল সম্পর্কে শুনে খুব অবাক
হয়েছিলাম। ভাবলাম একজন মনিষীর ছোটবেলাএত সাধারণ ছিল।
পরে যখন বড় হলাম তাঁর সম্পর্কে এত কিছু জানলাম ; মনের মধ্যে
তার জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির সৃষ্টি হল।এখন আমি তাঁর বাড়ি চিনেছি।
তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করি। তিনি আমাদের শহরে
জন্মগ্রহণ করেছেন।এটাই একটা বড়ো গর্বের বিষয়। তাই তার
জন্মদিন উপলক্ষে তার বাল্যকাল সম্বন্ধে দু-চার কথা লিখছি।

সালটা তখন ১৮৬৩ ;ব্রিটিশ সরকারের শাসনে সারা দেশ।এমন সময়
কলকাতার সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারে জন্ম নিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত
(জন্মতারিখ-১২/০১/১৮৬৩) ।পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী।
ছেলেবেলা থেকেই তিনি খুব দুরন্ত ছিলেন।সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে খুব
আগ্রহ।
তিনি ছোটবেলা থেকেই আধ্যাত্মিকতার দিকে খুব আগ্রহী। তিনি শিব,
সীতা, মহাবীর হনুমান প্রভৃতি ঈশ্বরের সামনে বসে ধ্যান করতেন।

পরবর্তী সময়ে অর্থ্যাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৭১খ্রীষ্টাব্দে)তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৭৯খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন এবং এখানেই পড়াশোনা করেন । তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। শুধু উত্তীর্ণ নন তিনি প্রথম হন সেই বছরে।

দর্শন,ধর্ম, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বেদ, মহাভারত,রামায়ণ এর মতোন পুরাণে ও তিনি আগ্রহী ছিলেন। এছাড়াও তিনি "হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীত"এর তালিম নিয়েছিলেন।এবং নিয়মিত অনুশীলন, খেলাধুলা তাঁর নিত্যদিনের তালিকার মধ্যে থাকত।এবং সমাজ সেবা ছিল তার পরম ধর্ম।

জেনারেল অ্যাসেম্বলী'জ ইনস্টিটিউশনে (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা)পড়ার সময় নরেন্দ্রনাথ ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা নিয়ে অধ্যায়ণ করতেন।১৮৮১খ্রিষ্টাব্দে তিনি চারুকলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।১৮৮৪খ্রিষ্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। উইলিয়াম হেস্টিংস লিখেছেন"নরেন্দ্রনাথ সত্যিকারের মেধাবী। আমি বহুদেশ দেখেছি, কিন্তু তার মতো প্রতিভা ও সম্ভাবনাময় ছাত্র দেখিনি।"
এরকম বিভিন্ন উক্তি তার সম্বন্ধে লেখা আছে।তা আমরা অনেক বই থেকে জানতে পারি। এরপর তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হন।এই মহান ব্যাক্তি ১৯০২খ্রীষ্টাব্দে ৪ই জুলাই প্রাণ ত্যাগ করেন। তার মৃত্যু আমাদের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো।

কলমে- সুচরিতা প্রামানিক (বাংলা বিভাগ)

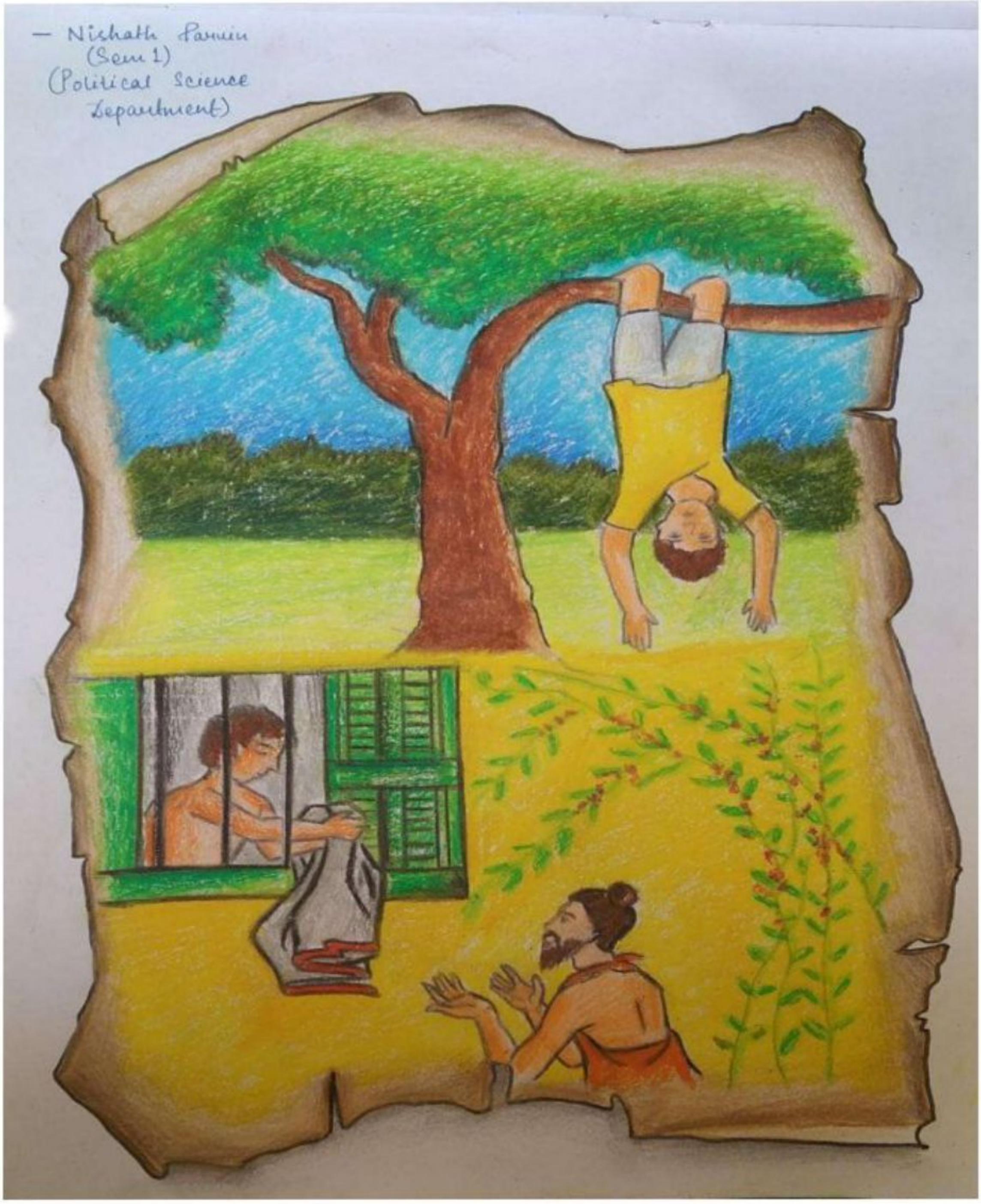

ILLUSTRATION BY: NISHATH PARVIN (POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT)

PAINTED BY: ANINDITA BISWAS (POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT)

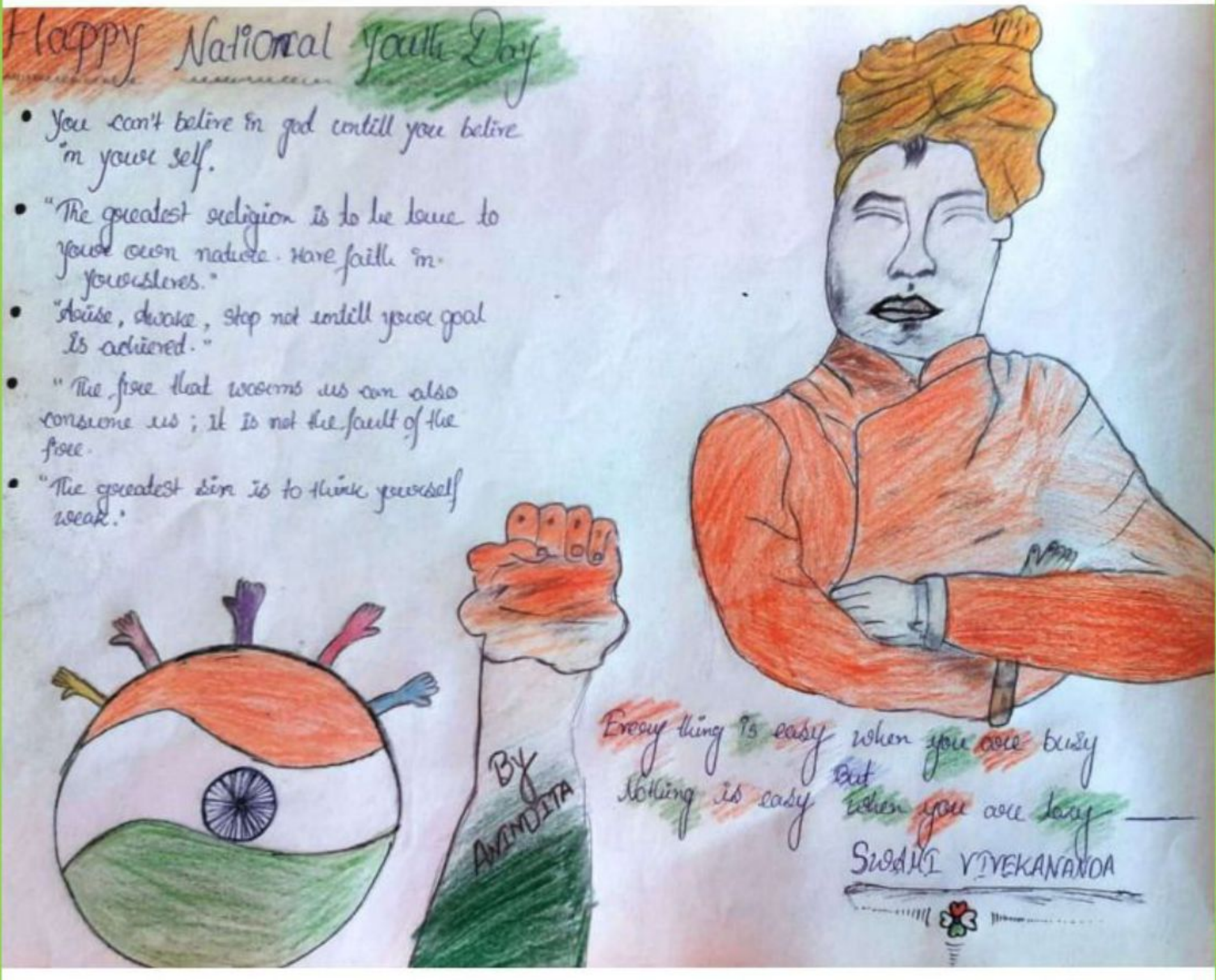

"TALK TO YOURSELF ATLEAST ONCE IN A DAY. OTHERWISE YOU MAY MISS A MEETING WITH AN EXCELLENT PERSON IN THIS WORLD."

RELIGIOUS SWAMIJI

Swami Vivekananda belonged to a spiritual Kayastha family. He was a great religious, Hindu saint and a Leader who founded the Ramakrishna Mission and the Ramakrishna Math. We celebrate National Youth Day on his birth anniversary (12 January) every year. Swamiji was inspired and motivated by the great personality named Ramakrishna Deva.

Ramakrishna Deva helped Swamiji to receive an illusion from the darkness. His father's name was VP Dutta who used to work in the High court. His mother was Bhuvaneshwari Devi, who was a housewife. Swamiji has learned vast western philosophy and history. His Guru has taught him numerous lessons on Hinduism. Ramakrishna Deva explained to Swamiji that God builds living beings on earth. Thus, you must serve humankind for serving God. This lesson of Swamiji's Guru affected him profoundly, and thus he decided to serve humanity.

Vivekananda left for Chicago on 31 May 1893 for "the Parliament of World Religions" where he represented India. He gave a popular speech at the conference introducing Hinduism to the world. When Swami Vivekananda began his speech with "Sisters and Brothers of America", a crowd of 7000

spectators took a 2-minute pause. He continued his speech and talked about India's ancient culture, tolerance, universal brotherhood, etc. This speech by Vivekananda caught the attention of the world audience and represented him as the most significant and influential figure in the conference. He also gave many effective speeches and lectures at various places.

Swami Vivekananda was a great personality of India who showed our nation to the world and attracted the attention of the global audience. His teaching and philosophy are still relevant in the present day and guides the youth of the modern era.

PENNED BY: SARMISTA DEB
(POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT)

PICTURE BY: SUDIPTA HAZRA

(BOTANY DEPARTMENT)

WINTERS OF LIFE

Tears are yet to fall
My hopes are not that tall
Winter came so fast
And this time it will be a long last
Time passes by like the sand slipping from the hand
We have nothing to do, but just to stand.
We know the bright future the youth holds
Unexpected fate they unfolds
they were success as their crown
But they don't know how to slowdown
There are old age home scattered all the town
Why don't we regret about this in the deep down?

Parents change every drop of sweat to money
To gift their children the best destiny
The children grasp the opportunity
Shines like a star with there all ability
Then the life style from waking up to sleeping

The parents fails to fit in.
In a old age home
Sitting in one of its room
A mother is waiting for her child to return
And saying
Tears are yet to fall
My hopes are not that tall
Winter came so fast

And this time it will be a long last
Time passes by like the sand slipping from the hand
we have nothing to do, but to see and stand.
There are exceptions to it
But is this the Youth we wanted to be?

Bedotroyee Sen
(Botany Department)

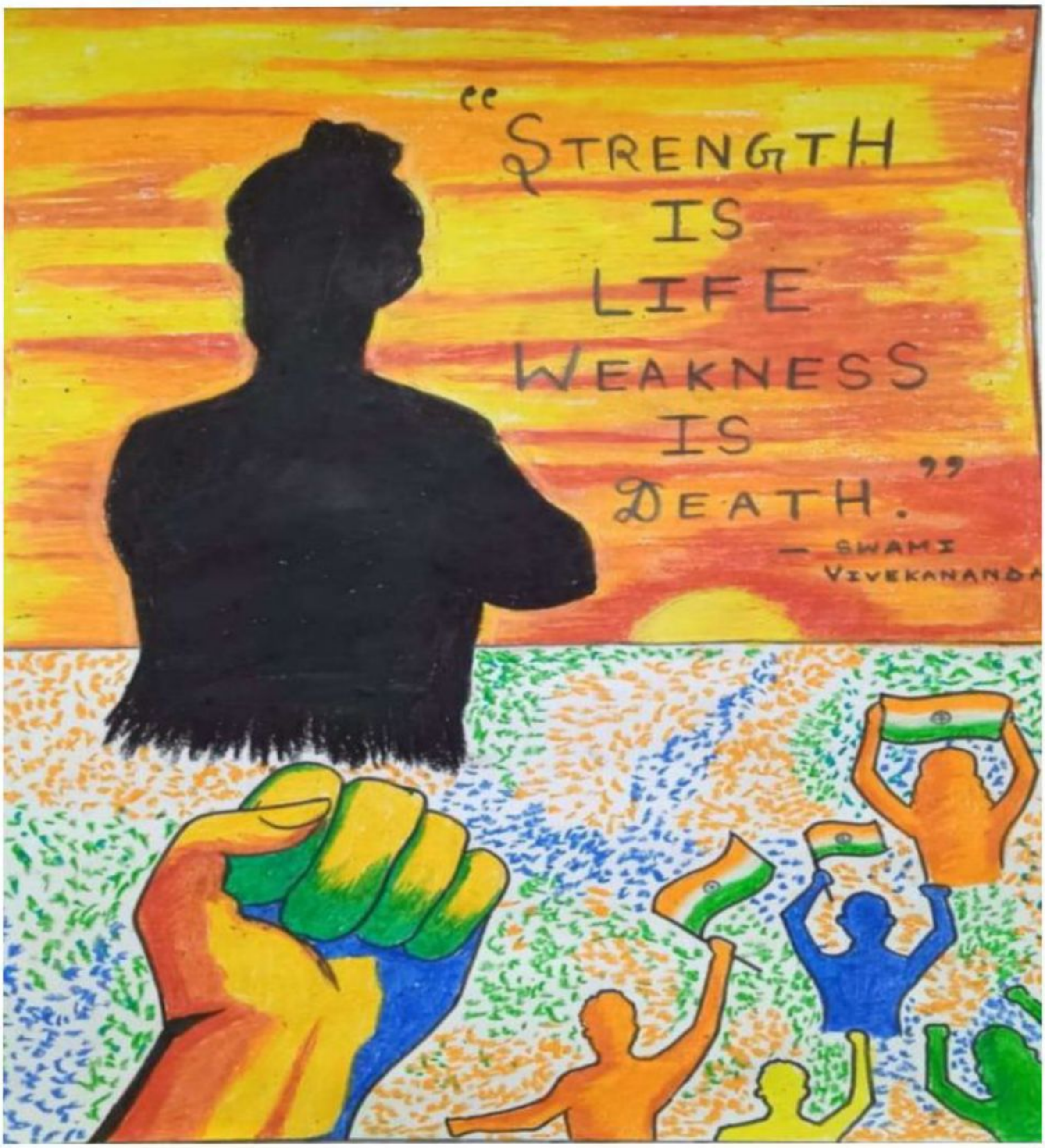

PAINTED BY: SOUMITA BHANDARI

(philosophy department)

বিবেক দর্পণে সেবাব্রত

।।"জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"।।

ভারতীয় যুগজাগরণের ঊষালগ্নে নানা মুনির নানা মতান্তরে বিভিন্ন সুর ভারত গগনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সেই সুরগুলির মধ্যে একটি প্রধান সুর ভৈরব রাগে সপ্তমে উঠে অপর গুলিকে শ্রুতিবিতর করে তুলেছিল।ত্যাগের ভৈরব রাগের নিকট অন্যান্য রাগ-রাগিনী যেন লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে। বুদ্ধের ত্যাগের প্রচার, ছয় শতাব্দীর মধ্যেই তার সর্বোচ্চ গৌরব শিখরে আরোহণ করে ভারত ভূমিতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। 'ত্যাগ ও সেবাই' ভারতের জাতীয় আদর্শ। এই দুই বিষয়কে উন্নত করতে পারলে অবশিষ্ট সব কিছুই উন্নত হয়ে যাবে।

ভারতকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তাঁহার দুর্গত সন্তানদের অশ্রু বারিধারা ঘুচিয়ে জগতে সর্বগ্লানি বিনিমুক্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে ত্যাগ ও সেবার ভাবকে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বমানবিক উদার বিশাল আধ্যাত্ম ভাবরাশিকে জীবনে অনির্বাণ রাখার জন্য মানব জীবনকে ভিত্তি করে নূতন ধরনের মানব সেবায় ব্রতী হতে হবে।

যুবক ভক্তদের পরস্পরকে অসীম ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে ত্যাগের মন্ত্রে দিক্ষিত করেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে অতন্দ্র সাধনার অপূর্ব তটভূমির ভূমিপুত্র নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ঠাকুর সর্বস্ব দান করে ফকির হয়েছেন-'নরেন্দ্র লোকশিক্ষা দিবে।'আর ঠাকুরের আদেশ শিরধার্য করে স্বামীজীও প্রস্তুত হয়েছেন-'দাস তব প্রস্তুত সতত সাধিতে তোমার কাজ।

'তাইতো প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে ইহকাল-পরকালের সর্ববিধ বন্ধন, সর্ববিধ ভোগবাসনা আহুতি প্রদান করে গৈরিক বস্ত্রে বিভূষিত হয়ে সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সঙ্গে রয়েছেন এমন বিশ্বাস নিয়ে নিজের চির-অপরাজেয় ইচ্ছা শক্তি ও চিরজাগ্রত আত্মবিশ্বাস সম্বল করে আরদ্ধকর্মের পথে এই বীর সন্ন্যাসী অগ্রসর হয়েছিলেন।দৈব্যবাধা বারে বারে এসে সন্ন্যাসীর চিরকাম্য নির্জন নিসঃঙ্গতা থেকে তাঁকে মানুষের মাঝে টেনে এনেছে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা।এই দুঃখ-দুর্দশা দেখে অসীম সমবেদনায় তাঁর হৃদয় ভরে ওঠে আর দূর করার কাজে নেমে পড়েন।এই দৈবই তাঁকে পওহারী বাবার কাছে যোগের দীক্ষাগ্রহণও করতে দেয় না।যতবারই দীক্ষাগ্রহণের সংকল্প স্থির করেন ততবারই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করে সংকল্প পরিত্যাগ করেছেন-

"ছেলেখেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা'পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে;
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্বাক আনন,ছলছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।
অমনি যে ফিরি"।

অধ্যাত্ম-অনুভূতির চিরশিখরে, নির্বিকল্পভূমিতে উঠে ভগবানের যে স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন তা জগতের সমস্ত কিছুর ভিতরে উপলব্ধি করতে লাগলেন। সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন তাঁর সাধারণ জ্ঞানের বিষয় হয়ে উঠল। তিনি সাধারণ অবস্থাতেই-"ব্রহ্ম হতে কীট পরমানু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়" -কে দেখতে লাগলেন। সাধন সহায়ে সর্বোচ্চ অনুভূতি ভূমিতে স্থিত হওয়ার যে ইচ্ছা মাঝে মাঝে মানব সেবারূপে কর্মের পক্ষে ক্ষীণ বাধারূপে দেখা দিয়েছিল, এই উপলব্ধির পর তা চির-অপসৃত হল, 'শিবরূপী জীব'- এর চরণে তিনি সর্বতোভাবে 'মন -প্রাণ- শরীর অর্পণ' করেছিলেন। দুইবার উওর ভারত ভ্রমণের পর তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতকে অধঃপতন থেকে তুলতে হলে,ঢেলে সাজাতে হলে তার ধমনীতে ধমনীতে বিদ্যুৎ সঞ্চার করতে হবে।

দীর্ঘদিন ভারত ভ্রমণের ফলে স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভারতের দারিদ্র্য,পতিত ও পাপীগণের কোনো বন্ধু নেই। তাদের সাহায্য করা তো দূর রাক্ষসবৎ নৃসংশ সমাজ তাদের ক্রমাগত আঘাত করে। দীর্ঘকাল নির্যাতনের ফলে তাদের মনুষ্যত্ব হারিয়েছে। দারিদ্র্যে, অশিক্ষায় দেশ জর্জরিত। ক্ষমতাশালী লোকেরা এই সমস্ত মানুষের দুঃখমোচনের সাহায্য করে না, এমনকি তাদের মানুষ বলে ভাবতেও তারা ভুলে গেছে। 'যে ভারত মানুষকে স্বরূপত ভগবান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে,সেই ভারতসন্তানগণ আজ মানুষকে মানুষের সন্মান দিতে ও কুন্ঠিত! কী শোচনীয় পরিনাম!' ভারতের এমন ঘোর দুর্দিনে যখন ভারত পরাধীন,আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈষয়িক সব দিক দিয়ে অবনত তখন ভারতকে আবার জাগ্রত করতে হবে। ভারতবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগাতে হবে, শ্রদ্ধা ফেরাতে হবে, নিরন্নের মুখে অন্ন তুলে দিতে হবে। দেশবাসীর এই নিদারুণ দুঃখ যতই তাঁর নজরে পড়েছে তাঁর হৃদয় গভীর শোকাপ্লুত হয়েছে। মাদ্রাজে অনশনক্লিষ্ট বালককে মায়ের সাথে মাছ ধরতে দেখে স্বামীজীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। দেশমাতৃকার রক্ত অশ্রুপাতের প্রতিটি বিন্দু থেকে তাঁর অমিত শক্তি মর্মের প্রতিটি অগ্নিময়ী বাণী থেকে দলে দলে মহাবীরেরা সব জন্মলাভ করবে আর তাদের চিন্তায় গোটা জগৎ কেঁপে উঠবে।

তেজবীর্যে, চারিত্রের দৃঢ়তায় তিনি যেমন বজ্রের চেয়েও কঠোর ছিলেন, দুর্বলতার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেমন সিংহের মতো গর্জন করতেন তেমনি আবার মানব প্রেমে ছিলেন কুসুমের চেয়েও কোমল, অপরের দুঃখ কষ্ট তাঁর দুটি বিশাল নয়ন থেকে বাঁধনহারা অশ্রুর মতো ঝরে পড়ত।এই অপার করুণা ও সমবেদনার অসহ ব্যাথা বুকে নিয়ে দেশময় ঘুরতে ঘুরতে তিনি ভারতের প্রতিকার উপায় চিন্তা করতেন যা তার বহু রাতের অনিদ্রার কারণ।

অন্তরের বিক্ষোভ থেমে মানস-সায়র নিস্তরঙ্গ হলে স্বামীজী ধ্যানস্থ হন এবং উপলব্ধি করেন যে আধ্যাত্মিকতাই ভারতের প্রাণ।এই প্রাণশক্তি স্তিমিত হওয়ার জন্যই এই অবনতি। এই প্রাণশক্তিকে সতেজ করতে তিনি পাড়ি দেন সুদূর আমেরিকায়। গোটা জগৎকে আধ্যাত্মিকতার মূল বাণী শোনান।

অনেকেই স্বামীজীর প্রেরণায় তড়িৎস্পর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকার কাছে আত্মানিয়োগ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুদূর আয়ারল্যান্ডবাসী ভগিনী নিবেদিতা। কলকাতায় প্লেগ মহামারীর সময় অসুস্থ রোগীর সেবা করা, রাস্তার স্তুপাকার আর্বজনা পরিস্কার থেকে অসুস্থ পশুর পথ্য পর্যন্ত দিয়েছেন। শুধু রোগ সেবা নয়, তিনি মেয়েদের স্কুল খুলে সেই সময় নারী শিক্ষার পথে আলোর কান্ডারি হয়েও সেবা প্রদর্শন করেছেন। তিনি ভারতের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। স্বামীজীর দেওয়া নাম তিনি স্বার্থক করেছিলেন।

আজ স্বামীজী ও ভগিনী নিবেদিতা স্ব-শরীরে নেই বটে, কিন্তু তাঁদের আদর্শ তাঁদের দেখানো পথ আজও রয়েছে। আর তাঁদের আদর্শে আদর্শায়িত হয়ে আমাদেরও সেবাব্রতে নিযুক্ত হওয়া উচিত।'যখন কেউ মানবজাতির কল্যাণে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে, তখন সে দেবতার হস্তস্থিত বজ্রের মতো শক্তিসম্পন্ন হয়।' তাই আমাদের ও বজ্রের মতো শক্তি সম্পন্ন হতে হবে এবং কর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে হবে।

কলমে: তন্মনা দাস (বাংলা বিভাগ)

DRAWN BY: RAJOSHREE KARMAKAR (HINDI)

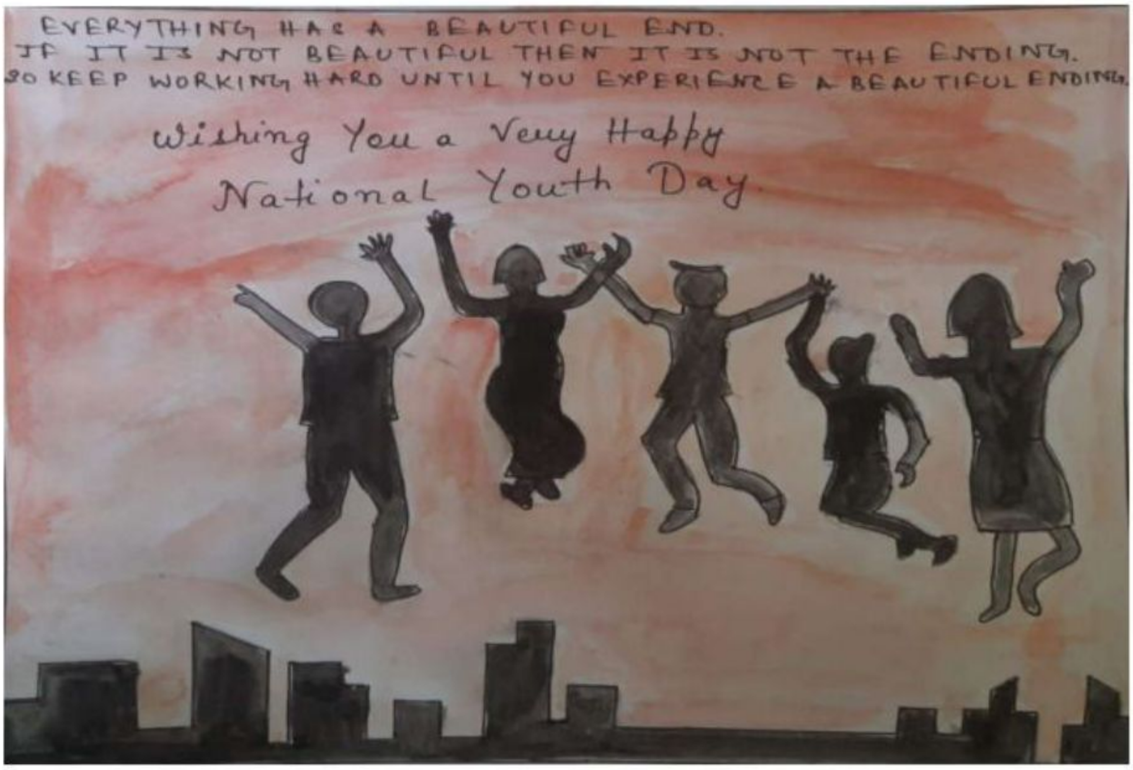

SWAMI VIVEKANANDA: THE GREAT SON OF INDIA

We in modern society often talk about our strengths and weaknesses but long ago in the 19th century, a boy born in a middle class Bengali family of Kolkata reached a divine stature in his life at an early age through his spiritual thoughts and simple living concepts. He said, "Strength is life and Weakness is Death". He also said, “Arise, awake, and stop not till the goal is reached. " Can we guess by now who the boy is? Yes, we are talking about Narendranath Dutta who later went on to become Swami Vivekananda, the monk. A student who during his college days was fond of music and sports like other boys of his age completely transformed himself into a person of exceptional spiritual vision. His works on “Modern Vedanta" and "Raj Yoga “are today acclaimed all over the world.

SWAMI VIVEKANANDA: THE YOUTH INSPIRATION OF INDIA

He became rather still the inspiration of the youths and to pay homage to him, his birthday on 12th January is celebrated as National Youth Day. We

even today learn the true aim of scriptures and austerity from his works. Guru Bhakti? How can we forget that to serve the poor downtrodden people of the society he established the Ramakrishna Mission before the name of his Guru Sri Ramakrishna?

Vivekananda on Western Philosophy were like two sides of the same coin. This happened when Ramakrishna proved to him that he can visualize God like the way he can see Swamiji; this surprised him a lot as a person who had no traditional knowledge about Science, Literature, or Culture of India, could visualize God. The very thought that awakened Swamiji was the spiritual knowledge that was beyond all moral ethics and values. He realized we worship God for us but his Guru worshipped God for the sake of mankind.

This great idol of India Swamiji breathed his last at Belur Math, West Bengal on the 4th of July, 1902.

Penned By: Madurima Ganguly (Beangali Department)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা গুলিতে আমাদের অপটু হস্তের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গুলিকে সাজিয়ে দেওয়া হল। এই কাজটি সম্পূর্ন করতে আমাদের সাহায্য করেছেন আমাদের বেথুন মহাবিদ্যালয়ের NSS কমিটির সকল শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এবং প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ড. কৃষ্ণা রায়। এনাদের সাহায্য ছাড়া আমরা আমাদের প্রচেষ্টা গুলিকে এইভাবে সম্পাদন করতে পারতাম না।আর অবশেষে NSS UNIT-এর সকল স্বেচ্ছা-সেবকদের সফল প্রচেষ্টা আমাদের এই কাজটি সম্পাদন করতে সাহায্য করেছে । আমরা সবার সাহায্য ছাড়া পত্রিকাটি সম্পাদন করতে পারতাম না। তাই আমরা প্রিন্সিপাল ম্যাডাম সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এবং NSS কমিটির সকল স্বেচ্ছা-সেবকদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।

পত্রিকা প্রকাশনা সমিতি

কলমে: তন্মনা দাস (বাংলা বিভাগ)

মুদ্রণে: সহেলী চক্রবর্তী (দর্শন বিভাগ),

দেবস্মিতা ঘোষ (উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ),

অদ্রিজা রায়চৌধুরী (ইতিহাস বিভাগ),

নিশাত পারভীন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

চিত্রালঙ্করণে: শুভশ্রী চ্যাটার্জী (গণিত বিভাগ),

নিশাত পারভীন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

পৃষ্ঠা ও প্রচ্ছদ অলঙ্করণে: স্নিগ্ধাশ্রী মান্না(উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ),শুভশ্রী চ্যাটার্জী (গণিত বিভাগ), অদ্রিজা রায়চৌধুরী (ইতিহাস বিভাগ)

পৃষ্ঠাসজ্জা: স্নিগ্ধাশ্রী মান্না(উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ)

ARISE, AWAKE AND
STOP NOT TILL THE
GOAL IS REACHED!